জাতীয় নির্বাচন ২০০৭

জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

প্রেস ব্রিফিং

রবিবার ১৬ এপ্রিল ২০০৬

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক ১১, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩ ফ্যাক্স ৮১৩০৯৫১
ই-মেইল election07@cpd-bangladesh.org

১. "নাগরিক কমিটি"-র প্রথম সভা

শনিবার ১৫ এপ্রিল ২০০৬ "নাগরিক কমিটি ২০০৬"-এর প্রথম সভা সিপিডি ডায়লগ রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২০ মার্চ ২০০৬ তারিখে সিপিডি, *প্রথম আলো* ও *দ্য ডেইলি স্টার*-এর যৌথউদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ" শীর্ষক নাগরিক সংলাপে এ কমিটির আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত হয়।

সিপিডি-র চেয়ারম্যান ও নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক *অধ্যাপক রেহমান সোবহানের* সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন: *অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জনাব ফজলে হাসান আবেদ, জনাব আবুল আহসান, অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক মাহমুদা ইসলাম, জনাব মাহমুদুল ইসলাম, জনাব সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, মিজ লায়লা রহমান কবির, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদ, জনাব লতিফুর রহমান, জনাব এ এস এম শাহজাহান, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, জনাব এম মজিবুল হক*। সিপিডি-র নির্বাহী পরিচালক, *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব এবং জনাব মাহফুজ আনাম ও জনাব আব্দুল কাইয়ুম মুকুল আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত সভায় নাগরিক কমিটির কর্মপরিধি ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, কমিটি আগামী আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য মধ্যমেয়াদি (১৫ থেকে ২০ বছর) বাস্তবানুগ একটি উন্নয়ন রূপকল্প রচনা করবে। পরবর্তীকালে এ রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য বিষয়ভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

নাগরিক কমিটি স্বাধীনভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও কর্মপরিচালনা করবে। সিপিডি নাগারিক কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। কমিটির বক্তব্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ সহযোগী হিসেবে *প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার* ও চ্যানেল আই একযোগে কাজ করবে। তবে কমিটি একইসঙ্গে দেশের আরও সব উদ্যোগী সংগঠন, নানা গণমাধ্যম ও সচেতন সামাজিক গোষ্ঠীকে প্রাক্-নির্বাচনী কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে আঞ্চলিক সংলাপ ও মুক্ত আলোচনায়, সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

'উন্নয়ন রূপকল্পের' ধারণা নিয়ে সভায় প্রাথমিক মতবিনিময় হয়। এ রূপকল্প যে অবশ্যই বাস্তবসম্মত, সময়নির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হতে হবে এ বিষয়ে সবাই সহমত প্রকাশ করেন। রূপকল্পের একটি রূপরেখা দাঁড় করানো ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী সোমবার ২৪ এপ্রিল ২০০৬ কমিটির পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় কমিটির তিনজন নতুন সদস্য হিসেবে হাফিজউদ্দিন খান, সুলতানা কামাল ও এঞ্জেলা গোমেজের নাম প্রস্তাব ও গৃহীত হয়। এছাড়া কমিটির সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এম, সাইদুজ্জামান, লায়লা রহমান কবির ও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে নির্বাচন করা হয়। কমিটির যে কোনো সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নয় সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে বলে সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়। নাগরিক কমিটির সদস্যবৃন্দ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সিপিডি, *প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার* ও চ্যানেল আই-এর যৌথউদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপে অংশগ্রহণ করবেন।

২. বর্তমান উদ্যোগ সম্পর্কে নাগরিক কমিটির মূল্যায়ন

গত ২০ মার্চ ২০০৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নাগরিক সংলাপের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন মহল আমাদের নেওয়া "জাতীয় নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ"-কে স্বাগত জানান। এ ব্যাপারে নানা জায়গা থেকে অনেক মানুষের চিঠি, ইমেইল, টেলিফোন যোগাযোগ ও সরাসরি সাক্ষাৎ আমাদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। একইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে এ উদ্যোগ সম্পর্কে নানা মন্তব্য, পরামর্শ ও প্রশ্ন ছাপা হয়েছে। সেগুলো নিয়ে নাগরিক কমিটির ১৫ এপ্রিল ২০০৬-এর সভায় আলোচনা হয়। নীচের অংশে প্রশ্ন ও জবাব আকারে সে আলোচনা তুলে ধরা হল।

১. *যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের মাধ্যমে সুশীল সমাজ কি একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে?*

   না। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোনো অভিলাষ সুশীল সমাজের নেই। সুশীল সমাজ শুধু রাজনীতির সুস্থ ও গ্রহণযোগ্য ধারাকে আরও শক্তিশালী করতে চায়।

২. *সুশীল সমাজ কি আগামী নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছে?*

   যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি আজ একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আগামী নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়নের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে। তবে জনগণই শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করবে কে যোগ্য আর কে যোগ্য নয়। তাই ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন করতে হবে যাতে করে তারা প্রার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারে। তবে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন কীভাবে সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব সে বিষয়ে নাগরিক কমিটি আরও বিস্তারিত চিন্তাভাবনা করছে।

   সাধারণভাবে প্রচলিত আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২০০৫ সালের মে মাসে হাইকোর্ট প্রদত্ত রায়ের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে হাইকোর্টের উক্ত রায়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে মনোনয়ন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাবলি এফিডেভিট আকারে সংগ্রহ করার এবং গণমাধ্যমের সূত্রে জনগণের মধ্যে প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়: ক. সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা; খ. বর্তমানে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা (যদি থাকে); গ. অতীত ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল; ঘ. প্রার্থীর পেশা; ঙ. প্রার্থীর আয়ের উৎস এবং উৎসসমূহ; চ. অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি

পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বর্ণনা; ছ. প্রার্থী ও প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়দেনার বর্ণনা; এবং জ. ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং কোম্পানি কর্তৃক--যে কোম্পানিতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক--গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা।

সুশীল সমাজ মনে করে উল্লিখিত তথ্যাদির সাথে প্রার্থীর কর প্রদানের তথ্য এবং বিগত বছরগুলিতে দল বদলের তথ্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৩. *বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা আর সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে সুশীল সমাজ কি অরাজনৈতিক কোনো সমাধান চাচ্ছে? সুশীল সমাজের এই উদ্যোগ কি বিরাজনীতিকরণের সূচনা করবে?*

অবশ্যই না। সুশীল সমাজ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা বিরাজনীতিকরণ কোনোটাই করছে না। বরং চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যেন আরও স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত হয় সেজন্য সুশীল সমাজ জনগণের কাছে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার ও রাজনৈতিক জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়।

সুশীল সমাজ রাজনীতিতে সরাসরি জড়িত হবার পরিবর্তে, রাজনীতির বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী।

৪. *যোগ্য প্রার্থীর কথা বলে কি নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হচ্ছে?*

না। যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। সুশীল সমাজ মনে করে না যে, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যাবস্থার সংস্কার ছাড়া দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব। কিন্তু সৎ প্রার্থী যেমন অসাধু নির্বাচন প্রক্রিয়ার সুফলভোগ করতে পারে না, তেমনি নির্বাচনের সব প্রার্থী কোনো না কোনো বিচারে অযোগ্য হলে, একটি স্বচ্ছ নির্বাচনও অকার্যকর হয়ে পড়তে বাধ্য। তাই যোগ্য প্রার্থীর দাবি বরং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে। প্রার্থীর যোগ্যতার মাপকাঠির বিচার, তার আর্থ-সামাজিক তথ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতা, নির্বাচন ব্যয় নিরীক্ষণ, ইত্যাদি নির্বাচন প্রক্রিয়ারই অংশ।

৫. *গত চার-পাঁচ বছরে সুশীল সমাজ কেন কোনো কথা বলেনি এবং মানবাধিকার ইস্যুতে কেন কোনো অবদান রাখেনি?*

এটা ঠিক নয়। সুশীল সমাজ বরাবরই দেশের যে কোনো সমস্যায় এগিয়ে এসেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান নাগরিক কমিটির সদস্যরা দেশের প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে, যৌথভাবে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে অবদান রেখেছেন। দেশের চলমান সংকট আর আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ তেমনই একটি চেষ্টা।

৬. *এটি কি কোনো বৈদেশিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগ? সুশীল সমাজের বর্তমান উদ্যোগের অর্থায়ন হচ্ছে কীভাবে?*

সুশীল সমাজের বর্তমান উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবেই দেশীয় অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির কোনো পর্যায়েই বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করা হবে না। এখন পর্যন্ত কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে সিপিডি ও এর সহযোগীদের যৌথ অর্থায়নে। এ কর্মকাণ্ডে স্থানীয় অন্য সহযোগীদের সহায়তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। সিপিডি ইতোমধ্যেই স্থানীয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছ থেকে এধরনের সহায়তার ব্যাপারে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছে।

৭. *সুশীল সমাজের এই উদ্যোগে অন্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতখানি?*

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ সফল করা সম্ভব। ইতোমধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠান এ উদ্যোগের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা আশা করি আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য নাগরিক সংলাপ এবং সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখবে।

৩. সিপিডি-র প্রাক্-নির্বাচনী কর্মসূচি ২০০৬-৭

২০০৭ সালের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সিপিডি নিম্নলিখিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা মূলত আগামী অক্টোবর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলবে।

রূপকল্প রচনা ও নীতি পর্যালোচনা

- একটি বাস্তবানুগ উন্নয়ন রূপকল্প রচনা
- রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়নিষ্ঠ পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন
- সার্বিক উন্নয়ন নীতিমালা পর্যালোচনা
- রাজনৈতিক দলগুলির ইশতেহার বিশ্লেষণ
- উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে সম্ভাব্য সংসদ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি জরিপ

সংলাপ ও সচেতনতা সৃষ্টি

- আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ, ১৫-২০টি, মাসের দুটি শনিবার। প্রথম আঞ্চলিক সংলাপ: ২৯ এপ্রিল ২০০৬, ময়মনসিংহ।
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রূপকল্প বাস্তবায়ন ও যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন বিষয়ে আলোচনা
- সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনী দুর্নীতি রোধ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণে বিশেষ সংলাপ আয়োজন
- পুস্তিকা ও লিফলেট প্রকাশ, টিভি টক শো, সংবাদ প্রতিবেদন

- আগামীদিনের বাংলাদেশ ও উন্নয়ন নীতি বিষয়ে ছাত্র ও যুবসমাজভিত্তিক কর্মকাণ্ড যেমন–রচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি
- সিপিডি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে 'জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টা' সম্পর্কিত তথ্য ও মতবিনিময়

আমরা আশা করছি জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টার এসব উদ্যোগে গণমাধ্যমসমূহ এবং নাগরিক সমাজের সবাই বরাবরের মতো আন্তরিক সহায়তা করতে এগিয়ে আসবেন।